بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০১/২২ বৃহস্পতিবার, ২২ মহররম, ১৪৩৯ হিজরী ১২/১০/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তথাকথিত "মানবতার জননী", হাসিনাকে দেয়া বৃটিশ গণমাধ্যম ও তার দলের ক্ষমতাসীন নেতাদের খেতাব এবং প্রহসনমূলক গণসংবর্ধনা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তার কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং দেশের জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত "যুলুমের জননী" খেতাবকে আড়াল করার অপপ্রয়াস মাত্র

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সাহসী ভাষণের' (!!) জন্য তার দলের নেতা-কর্মীরা তাকে গত ৭ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে বিমানবন্দরে বিশাল সংবর্ধনা প্রদান করেছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে যে, হাসিনার পাঁচ দফা দাবি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যার কারণে এখন সমগ্র বিশ্বের নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যেই তাকে "মানবতার জননী" হিসেবে আখ্যা দেয়া শুরু করেছে, যা মূলত রোহিঙ্গাদের প্রতি হাসিনার তথাকথিত মানবিক আচরণের কারণে কিছু বৃটিশ গণমাধ্যম কর্তৃক উদ্ভাবিত খেতাব।

রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনা অত্যন্ত চতুরতার সাথে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আগষ্টের শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসা হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠিয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ করে এবং পরবর্তীতে তার পশ্চিমা প্রভূদের পরামর্শে তার তলানীপ্রায় জনপ্রিয়তাকে উত্তোলনের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি জনগণের ইসলামী আবেগকে কুক্ষিগত করতে তাদেরকে তথাকথিত মানবিক আশ্রয় প্রদান করে। হাসিনা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির পরিদর্শনকালে ধূর্ততার সাথে বলে: 'যদি আমরা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি তবে ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা শরনার্থীকেও খাওয়াতে পারবো'। এমন যেন, নৃসংশতার শিকার এই মুসলিম জনগোষ্ঠী তার নিকট খাবারের জন্য এসেছে! তাছাড়া, এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠী কোন জননীর খোঁজেও বাংলাদেশে আসেনি, তাদের একজন জননীর চেয়ে খলিফা মুহ্‌তাসিম বিল্লাহ্'র মত বলিষ্ঠ শাসকের নেতৃত্বের প্রয়োজন, যিনি রোমান সৈনিক কর্তৃক নির্যাতিত একজন মুসলিম নারীর সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং ঐ অঞ্চলের সকল মুসলিম নারীদের স্থায়ী সম্মান নিশ্চিত করতে অসভ্য রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। আজ মানবতার জননীর বদলে এমনই একজন সাহসী নেতৃত্বের প্রয়োজন যিনি রোহিঙ্গা মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমকে এবং মুসলিম ভাই-বোনদের জীবন ও সম্পদকে স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করতে, যাদের অস্তিত্ব মানবতার জন্য হুমকী সেই সীমালঙ্ঘনকারী ও পৈশাচিক মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবেন। একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলিফাই হচ্ছেন সেই নেতৃত্ব যিনি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। বর্তমান কুফর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার হাস্যকর পররাষ্ট্রনীতির (সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়) কারণে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে সবপ্রকার সীমালংঘনের পরও হাসিনা সরকার এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলছে, এমনকি তাদেরকে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তথাকথিত যৌথ অভিযানের প্রস্তাবও প্রেরণ করেছে! তাছাড়া, এই হাসিনা সরকার রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে তার অকৃত্রিম বন্ধু ভারত-চীন কিংবা তার পশ্চিমা প্রভু মার্কিন-বৃটেনের দ্বারস্ত হয়েও ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এদের রয়েছে মিয়ানমারকে ঘীরে অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ, যা কিনা এই অজ্ঞ হাসিনা সরকার অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই হাসিনার তথাকথিত মানবতার জননী খেতাব এবং প্রহসনমূলক গণসংবর্ধনা এসব ব্যর্থতা আড়ালের একটি অপপ্রয়াস মাত্র।

তাছাড়া, কিভাবে একজন নেত্রীকে "মানবতার জননী" হিসেবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে যখন সে যুলুমের মাধ্যমে একটি দেশকে আতঙ্কের জনপদে পরিণত করেছে! পিলখানায় সেনাঅফিসার হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে দেশের বিরুদ্ধে একের পর এক বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ড, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ এবং সত্যনিষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর সুদূরপ্রসারী ও পরিকল্পিত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে যা মানবতা বিরোধী অপরাধের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কেউ তার অপরাধ ও অত্যাচারের বিরোধিতা করলেই জোরপূর্বক হয় তার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে নতুবা গুম করে ফেলা হচ্ছে। যার ফলে সে দেশের জনগণের নিকট "যুলুমের জননী" হিসেবেই কুখ্যাতি লাভ করেছে। উপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তিসমূহও এখন উপলব্ধি করেছে যে, তাদের তাঁবেদার শাসকদের ইসলাম বিদ্বেষী চেহারা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তারা মনে করছে যে, তাদের দালালদেরকে "মানবতার জননীর" মতো উপাধিতে ভূষিত করা হলে তারা হয়তো দেশের জনগণের কিছুটা আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অতএব, হাসিনার জন্য বিশাল গণসংবর্ধনার আয়োজন এবং "মানবতার জননী" নামক তার এই মিথ্যা উপাধি কেবলমাত্র জনগণকে প্রকৃত বাস্তবতা হতে দূরে সরিয়ে রাখার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ